রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ১৭, ২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৩ মাঘ, ১৪২৯ মোতাবেক ১৭ জানুয়ারি, ২০২৩

নিম্নলিখিত বিলটি ০৩ মাঘ, ১৪২৯ মোতাবেক ১৭ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং-০৫/২০২৩

সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন সরকারি চাকরি (সংশোধন) আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১৮ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন**।—সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন), অত:পর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "এই আইনের বিধানাবলি" শব্দগুলির পরিবর্তে "এই আইনের বিধানাবলি, উপ-ধারা (৪ক) সাপেক্ষে," শব্দগুলি, কমাগুলি, চিহ্ন, সংখ্যা এবং বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত "চাকরি বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

মূল্য : টাকা ৪.০০

(গ) উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"৪(ক) উপ-ধারা (৪) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের ধারা ১৫, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪ ও ৪৫ এর বিধানসমূহ স্ব-শাসিত সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীগণের জন্যও প্রযোজ্য হইবে।"

৩। **২০১৮ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ৪৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৮ এ উল্লিখিত "৫১" সংখ্যার পরিবর্তে "৪৯" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০১৮ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ৫০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫০ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "১৭" সংখ্যার পরিবর্তে "১৫" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

(ক) সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ গত ২৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়। পরবর্তীকালে ১৪ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে আইনটি সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

(খ) আইনে স্ব-শাসিত সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বেতন-ভাতাদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের করণীয় সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা স্পষ্ট নয় মর্মে অর্থ বিভাগ সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর বেতন-ভাতা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিধান সংশোধন প্রয়োজন মর্মে মতামত ব্যক্ত করে।

(গ) আইনটি কার্যকর করার লক্ষ্যে সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ; সচিব, অর্থ বিভাগ ও সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনটি দ্রুত কার্যকর করা যেতে পারে এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়টি স্পষ্টীকরণসহ অন্য কোনো বিধানে ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সেটিও সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ঘ) এর পরিপ্রেক্ষিতে আইনটি কার্যকর করার পর যে সকল বিষয় সংশোধন প্রয়োজন তা পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি আইনটি পর্যালোচনা করে ১৬-০২-২০২০ তারিখে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে।

(ঙ) পরবর্তীতে গত ৩১-০৮-২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব এর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশমালা পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সভার মতামত অনুযায়ী সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর সংশোধনীর প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়।

(চ) বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে সরকারি চাকরি (সংশোধন) আইন, ২০২৩ শীর্ষক বিলটি মহান সংসদে উপস্থাপন করা হলো।

ফরহাদ হোসেন
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব) বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd